

যাকাত

সম্পদের পরিশুদ্ধি

উস্তাদ আবু বকর সিদ্দিক (হাফিয়াহুল্লাহ)



INSAF MEDIA



যাকাত: সম্পদের পরিশুদ্ধি

মূল: উস্তাদ আবু বকর সিদ্দিক (হাফিয়াহুল্লাহ)

সম্পাদনা: মুহাদ্দিস আব্দুল ওয়াদুদ উমায়ের (হাফিয়াহুল্লাহ)

স্বত্ব: সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: রমাদন, ১৪৪৭ হিজরী । মার্চ, ২০২৬ ইসায়ী

প্রকাশক: ইনসাফ মিডিয়া



সূচিপত্র

গুরুর কথা	০২
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	০৬
যাকাতের প্রকৃত হকদার বা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ	১২
যাকাত ও সাদাকাহর পরিচয়	১৮
যাকাত ফরজ হওয়ার মৌলিক শর্তাবলি	২০
যেসব সম্পদে যাকাত দেওয়া ফরজ এবং তাদের নিসাব	২২

بسم الله الرحمن الرحيم،

শুরুর কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিক। যিনি মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং পরীক্ষা করার জন্য তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী, সাযিদ্দুল মুরসালীন, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর, যাঁর আনিত জীবনব্যবস্থাই হলো মানবজাতির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র সফলতা।

দুনিয়ার মরীচিকা ও সম্পদের ফিতনাহ

মানুষ স্বভাবতই সম্পদ ভালোবাসে। আল-কুরআনের ভাষায়, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا "আর তোমরা ধন-সম্পদকে গভীরভাবে ভালোবাসো।" [সূরা আল-ফাজর: ২০]। এই তীব্র ভালোবাসাই অনেক সময় মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তাকে করে তোলে কৃপণ ও বস্তুবাদী। মানুষ ভুলে যায় যে, এই সম্পদ তার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নয়, বরং এটি মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার দেওয়া এক আমানত এবং সুকঠিন পরীক্ষা (ফিতনাহ)। সম্পদের এই মোহ থেকে অন্তরের ব্যাধি দূর করতে, মানুষকে দুনিয়ার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র একত্ববাদের (তাওহীদ) ছায়াতলে নিয়ে আসতে আল্লাহ তাআলা যে যুগান্তকারী বিধান নাযিল করেছেন, তারই নাম 'যাকাত'।

যাকাত: করুণা নয়, বরং অবশ্য পালনীয় 'হক'

পশ্চিমা বা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দরিদ্রদের দান করাকে ধনীদের ‘উদারতা’ বা ‘করুণা’ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু ইসলামের মানদণ্ডে যাকাত কোনো করুণা নয়; এটি ধনীদের সম্পদে গরিবদের এমন এক অধিকার বা ‘হক’, যা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন: **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ** "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের।" [সূরা আয-যারিয়াত: ১৯] যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল, সে মূলত ফকির বা মিসকিনের প্রতি কোনো এহসান (অনুগ্রহ) করল না, বরং সে তার নিজের ওপর অর্পিত আল্লাহর একটি ফরজ বিধান পালন করে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করল।

সালাত ও যাকাতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

ইসলামের ইমারত যে পাঁচটি মজবুত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার তৃতীয়টি হলো যাকাত। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ প্রায় ২৮টি স্থানে সালাতের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এর গভীর তাৎপর্য হলো; সালাত যেমন স্রষ্টার সাথে বান্দার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, যাকাত তেমনি সৃষ্টির প্রতি বান্দার দায়িত্বকে পূর্ণতা দেয়। সালাফ আস-সালাহীন এই দুটি ইবাদতের মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পর যখন কিছু লোক বলল যে তারা সালাত আদায় করবে কিন্তু যাকাত দেবে না, তখন ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: **"وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ"** "আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হলো সম্পদের ওপর আরোপিত হক।"

[সহীহ বুখারী: ১৩৯৯] ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) ও ইবনুল কায়্যিম (রহ.)-এর মতো মুফাসসিরগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে কিন্তু যাকাত দেয় না, আল্লাহর কাছে তার সেই সালাতও গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সে আল্লাহর কিতাবের একটি অংশকে মানল এবং আরেকটি অংশকে প্রত্যাখ্যান করল।

অন্তরের পরিশুদ্ধি ও সম্পদের পবিত্রতা

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থই হলো; পবিত্র করা এবং বৃদ্ধি করা। মানুষের অন্তর যখন সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন ‘শুহহ’ (তীব্র কৃপণতা ও লোভ) নামক মারাত্মক ব্যাধি জন্ম নেয়। এই ব্যাধি মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যাকাত হলো এই ব্যাধির মহৌষধ। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩]

যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না, তা পবিত্র থাকে না। সেই অপবিত্র সম্পদ দুনিয়াতে হয়তো প্রাচুর্য দেখাতে পারে, কিন্তু আখিরাতে তা হবে ভয়াবহ আযাবের কারণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সতর্ক করে বলেছেন: "যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে একটি বিষধর টেকো সাপের রূপ দেওয়া হবে, যার চোখের ওপর দুটি কালো দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সাপটিকে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার দুই চোয়ালে কামড়ে ধরে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার।" [সহীহ বুখারী: ১৪০৩]

এই বইটির প্রয়োজনীয়তা

আজকের মুসলিম সমাজে যাকাত সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতা বিরাজমান। অনেকেই আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু দান-খয়রাত করেই মনে করেন যাকাত আদায় হয়ে গেছে। অথচ যাকাতের হিসাব করা, এর নিসাব নির্ধারণ করা এবং সঠিক খাতে তা বণ্টন করা একটি সূক্ষ্ম ফিকহী বিষয়। শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া অনুমান করে যাকাত দিলে তা কখনোই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং নিজের কাঁধের দায়ও মুক্ত হবে না।

প্রিয় পাঠক! আপনার উপার্জিত সম্পদ আপনার জান্নাতে যাওয়ার সিঁড়িও হতে পারে, আবার জাহান্নামে টেনে নেওয়ার কারণও হতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বইটিতে বিশুদ্ধ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে, প্রাচীন মুহাদ্দিস ও ফকীহদের ব্যাখ্যার নির্যাস তুলে ধরে যাকাতের মাসআলাগুলোকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি পড়ার মাধ্যমে আপনি শুধু যাকাতের হিসাবই শিখবেন না, বরং সম্পদের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির এক নতুন দিগন্ত আপনার সামনে উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। আসুন, আমরা দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী সম্পদের মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমাদের সম্পদকে পবিত্র করি এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে সঠিকভাবে যাকাত আদায়কারী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ভূমিকা

যাকাত ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন বা ভিত্তি। এর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান (ইলম) অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যিক। শরয়ী জ্ঞান ছাড়া একজন মুসলিম কখনোই সঠিকভাবে সম্পদের হিসাব করতে পারবে না এবং প্রকৃত হকদারদের কাছে যাকাত পৌঁছে দিতে পারবে না। যাকাত কেবল গরিবের প্রতি করুণা নয়, বরং এটি তাদের নির্ধারিত হক। এটি যথাযথভাবে আদায় না করলে পরকালে মহান আল্লাহর কাঠগড়ায় জবাবদিহি করতে হবে। তাই আসুন, আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধিবিধান সম্পর্কে ইলম অর্জন করি এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করি ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের নির্দেশ ও সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মুযযামমিল: ২০]

সালাফদের ব্যাখ্যা: কুরআনুল কারীমে যাকাতের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এসেছে। সালাত ও যাকাতের নির্দেশ একত্রে প্রায় ২৮ জায়গায় উল্লেখ

করা হয়েছে। বিখ্যাত সাহাবী ও মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তোমরা সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল কিন্তু যাকাত দিল না, তার সালাতও কবুল হবে না।" (ইমাম তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর)। ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেছেন যে, সালাত হলো স্রষ্টার সাথে বান্দার সম্পর্ক, আর যাকাত হলো সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার দেওয়া দায়িত্ব। এ দুটিকে আলাদা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

হাদিসের আলোকে যাকাত: অপরিহার্যতা, রুকন ও ফযীলত

বিশুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থগুলোতে যাকাতের গুরুত্ব ও বিধিবিধান অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সুবিধার্থে দলিলগুলোকে কয়েকটি ভাগে উপস্থাপন করা হলো:

১. ইসলামের মৌলিক ভিত্তি ও তাওহীদের সাথে সম্পর্ক

যাকাত প্রদান ইসলামের এমন একটি ভিত্তি, যার সাথে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) সরাসরি সম্পৃক্ত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ... كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। মুআয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের শাসক হিসেবে পাঠানোর সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। তাদের কাছে পৌঁছে প্রথমেই এই সাক্ষ্য দেওয়ার দাওয়াত দেবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।' যদি তারা এটি মেনে নেয়, তবে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি

তারা এটিও মেনে নেয়, তবে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরজ করেছেন- যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এটিও মেনে নেয়, তবে তাদের সম্পদের সর্বোত্তম অংশ (যাকাত হিসেবে জোরপূর্বক) নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং ময়লুমের বদদোয়াকে ভয় করবে। কেননা, ময়লুমের দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।" [সহীহ বুখারী: ১৩৯৫, সহীহ মুসলিম: ১৯]

মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা: ইমাম নববী (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ইসলামের দাওয়াতের ক্রমধারা বোঝানো হয়েছে। তাওহীদ ও সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। যাকাত ধনীদের সম্পদকে পবিত্র করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করে।

ইসলামের যে পাঁচটি পিলারের ওপর দ্বীনের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি হলো যাকাত। ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত বিখ্যাত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত— আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া; সালাত কায়েম করা; যাকাত আদায় করা; রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।" [সহীহ বুখারী: ৮, সহীহ মুসলিম: ১৬]

২. যাকাত অস্বীকারকারীর পরিণতি ও আবু বকর (রা.)-এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

যাকাত কোনো ঐচ্ছিক দান (সাদাকাহ) নয়, এটি অপরিহার্য বিধান। কেউ এটি দিতে অস্বীকৃতি জানালে বা এর ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলো বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামের অধিকার ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার কাছ থেকে সুরক্ষিত করে নেবে। আর তাদের অন্তরের হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।" [সহীহ বুখারী: ২৫, সহীহ মুসলিম: ২২]

সালাফদের আদর্শ: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পর আরবের কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। উমার (রা.) সাময়িকভাবে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন? তখন আবু বকর (রা.) তাঁর সেই যুগান্তকারী ফতোয়া দিয়েছিলেন: "আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হলো সম্পদের ওপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে তারা যদি একটি মেষ শাবকও যাকাত হিসেবে দিত এবং এখন তা দিতে অস্বীকার করে, তবে এই অস্বীকারের কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" উমার (রা.) বলেন: "আল্লাহর কসম, আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহ আবু বকর (রা.)-এর হৃদয়কে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।" [সহীহ বুখারী: ১৩৯৯-১৪০০]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেছেন, আবু বকর (রা.)-এর এই ফিকহ বা গভীর বুঝ প্রমাণ করে যে, সম্পদের হক (যাকাত) অস্বীকার করা মূলত ইসলামের মূল কাঠামোর সাথেই বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

৩. জান্নাত লাভের মাধ্যম ও ঈমানের স্বাদ

যথাযথভাবে যাকাত আদায়কারী পরকালে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং দুনিয়াতে সে প্রকৃত ঈমানের স্বাদ আশ্বাদন করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ "تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ".

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, "আমাকে এমন আমলের পথনির্দেশ করুন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।" নবী (ﷺ) বললেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না; ফরজ সালাত আদায় করবে; ফরজ যাকাত প্রদান করবে এবং রমাযানের সিয়াম পালন করবে।" সাহাবী বললেন, "আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম, আমি এর ওপর কিছুই বাড়াবো না।" তিনি যখন চলে গেলেন, নবী (ﷺ) বললেন: "কেউ যদি কোনো জান্নাতী লোক দেখতে চায়, সে যেন এই লোকটির দিকে তাকায়।" [সহীহ বুখারী: ১৩৯৭]

আবু উমামা বাহিলী (রা.) বর্ণিত অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন: "তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসের সিয়াম পালন করো, তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো এবং তোমাদের আমীর বা নেতার আনুগত্য

করো; তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

[সুনান আত-তিরমিযী: ৬১৬, হাদিসটি সহীহ]

৪. যাকাত প্রদানের আদব: সম্পদের মধ্যম অংশ প্রদান

যাকাত দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সম্পদের সবচেয়ে খারাপ অংশটি আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া না হয়। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালো বা মধ্যম মানের সম্পদ প্রদান করা উচিত।

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْإِيمَانَ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ... وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ...
...وَلَا يُعْطِي الْهَرَمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّيِّمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মুআবিয়া আল-গাদিরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পাদন করবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে: (১) যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; (২) যে স্বতঃস্ফূর্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে প্রতি বছর তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে; (৩) এবং সে যাকাত হিসেবে অতি বৃদ্ধ, রোগাক্রান্ত, ক্রটিযুক্ত বা নিকৃষ্ট মানের পশু (বা সম্পদ) দেবে না; বরং তোমাদের সম্পদের মধ্যম মান থেকে দেবে। কারণ আল্লাহ তোমাদের কাছে সম্পদের সর্বোত্তম অংশ চাননি, আবার নিকৃষ্ট অংশ দিতেও আদেশ করেননি।" [সুনান আবু দাউদ: ১৫৮২, শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

যাকাতের প্রকৃত হকদার বা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

যাকাত প্রদান করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং তা শরীয়ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট খাতে বা প্রকৃত হকদারের কাছে পৌঁছানো ফরজ। ভুল ব্যক্তিকে বা ভুল খাতে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না এবং আল্লাহর কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্রকরণ:

যাকাত হলো সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার একমাত্র ঐশী মাধ্যম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকাহ' (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩]

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ৮টি শ্রেণি:

মহান আল্লাহ স্বয়ং যাকাত পাওয়ার হকদার কারা, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"সাদাকাহ (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব (ফকির), অভাবগ্রস্ত (মিসকীন) ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (জিহাদে) এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৬০]

কুরআনের এই আয়াতের আলোকে যাকাতের খাত ৮টি। নিচে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১ ও ২. ফকির (الفقراء) এবং মিসকীন (المساكين)

- **শরয়ী সংজ্ঞা ও পার্থক্য:** ফিকহের পরিভাষায় 'ফকির' হলো সেই ব্যক্তি, যার কাছে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মতো কোনো আয় বা সম্পদ নেই; অথবা যা আছে তা তার প্রয়োজনের অর্ধেকেরও কম। এরা এমন চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকে যে দৈনন্দিন খাবার জোগাড় করাও তাদের জন্য কঠিন।

অন্যদিকে 'মিসকীন' হলো এমন ব্যক্তি, যার কিছু আয় বা সম্পদ আছে (যা দিয়ে তার অর্ধেকের বেশি প্রয়োজন মেটে), কিন্তু তা তার পুরো প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ, ফকিরের অবস্থা মিসকীনের চেয়েও বেশি শোচনীয়।

- **দারিদ্র্যের সীমা:** যে ব্যক্তি অপচয় বা অতিরিক্ত কৃপণতা ছাড়া নিজের ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) মেটাতে পারে না, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। এমনকি কেউ যদি নিজের চরিত্র রক্ষার জন্য বিয়ে করতে চায় কিন্তু মোহরানা ও আনুষঙ্গিক খরচ বহনে অক্ষম হয়, তবে তাকেও এই খাত থেকে সাহায্য করা বৈধ।

৩. যাকাত সংগ্রহকারী (العاملين عليها)

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই এর অন্তর্ভুক্ত।

- **বিধান:** তারা যাকাত থেকে যে অংশ পাবেন, তা দরিদ্র হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের কাজের পারিশ্রমিক (উজর্যাত) হিসেবে।
- **শর্ত:** তাদের অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান (ওয়ালিউল আমর) বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হবে। এই ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ধনী হলেও কাজের বিনিময়ে যাকাত থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবেন।

৪. যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন (المؤلفة قلوبهم)

ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে কিছু মানুষের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেওয়া বৈধ।

- **প্রয়োগক্ষেত্র:** ইসলামে সদ্য ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যেন তার নতুন ধর্মে অটল থাকতে পারে, অথবা এমন অমুসলিম গোত্রপ্রধান যার ইসলাম গ্রহণের প্রবল আশা রয়েছে, অথবা এমন শক্তিশালী অমুসলিম যাকে অর্থ দিলে মুসলিমদের ওপর তার জুলুম বা অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

৫. দাস বা বন্দিমুক্তির ক্ষেত্রে (في الرقاب)

ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

- **মুকাতাব দাস:** যে দাস তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতার চুক্তি করেছে, তাকে চুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য করা।
- **দাসমুক্তি:** সরাসরি যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস কিনে তাকে স্বাধীন করে দেওয়া।

- **মুসলিম বন্দিমুক্তি (ফার্মুল আসীর):** অমুসলিমদের হাতে বন্দি মুসলিমদের মুক্তিপণ (Ransom) দিয়ে ছাড়িয়ে আনাও এই খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (الغارمين)

ফিকহের পরিভাষায় 'গারিম' হলো এমন ব্যক্তি, যার ওপর আর্থিক ঋণ চেপেছে কিন্তু তা পরিশোধের সামর্থ্য তার নেই। এটি মূলত দুই প্রকার:

- **নিজের প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত:** যিনি নিজের বা পরিবারের বৈধ প্রয়োজনে (যেমন- ভরণপোষণ, চিকিৎসা বা বাসস্থান নির্মাণ) ঋণ করে পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। (শর্ত হলো: ঋণটি মদ, জুয়া বা কোনো হারাম কাজের জন্য হতে পারবে না)।
- **মীমাংসার জন্য ঋণগ্রস্ত:** দুই গোত্র বা দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী বিরোধ বা ফিতনা মেটানোর জন্য যিনি মধ্যস্থতা করতে গিয়ে নিজের কাঁধে ক্ষতিপূরণ বা দিয়াতের বিশাল ঋণ তুলে নিয়েছেন। এই ব্যক্তিকে ধনী হলেও যাকাতের ফান্ড থেকে সাহায্য করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

৭. মুসাফির বা পথচারী (ابن السبيل)

'ইবনুস সাবিল' বা পথের সন্তান বলা হয় সেই মুসাফিরকে, যে নিজ এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সফরে থাকা অবস্থায় তার পাথেয় বা অর্থ শেষ হয়ে গেছে।

- **বিধান:** এই ব্যক্তি তার নিজ দেশে যতই ধনী বা সচ্ছল হোক না কেন, তাকে নিরাপদে নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন, তা যাকাত থেকে দেওয়া বৈধ।

- **শর্ত:** তার এই সফরটি অবশ্যই বৈধ বা হালাল কাজের জন্য হতে হবে। কেউ পাপের উদ্দেশ্যে সফর করলে, তওবা না করা পর্যন্ত তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

৮. আল্লাহর পথে বা ফী সাবীলিল্লাহ (في سبيل الله)

যাকাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর খাত হলো 'ফী সাবীলিল্লাহ'। এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে'।

- **সালাফদের ফতোয়া ও ব্যাখ্যা:** আধুনিক যুগের অনেক স্কলার এই খাতটিকে উন্মুক্ত করে সব ধরনের ভালো কাজে (যেমন- মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণ) যাকাত দেওয়ার ফতোয়া দিলেও, সালাফ আস-সালেহীন এবং জমহুর (অধিকাংশ) উলামায়ে কেরামের মতে এটি সম্পূর্ণ ভুল ও দলিলের পরিপন্থী।
- **আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.)** বলেন, "এটি মূলত আল্লাহর কালিমাকে উচ্ছে তুলে ধরার জন্য এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্যে জিহাদ ও যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।" (অনেকে হজ্জের সফরের খরচকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।
- তৎকালীন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি **শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায (রহ.)**-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট ফতোয়া দেন: "অধিকাংশ আলেমের মতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদগণ। তাই যাকাতের অর্থ মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণে ব্যয় করা যাবে না। পরবর্তী যুগের কিছু আলেম যাকাতের অর্থ কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় করার অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু এ মতটি অত্যন্ত

দুর্বল এবং পূর্ববর্তী সালাফদের অনুসৃত মতের বিরোধী।" [মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত ইবনু বায, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৯৭]

- একইভাবে বিখ্যাত ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.) এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"যদি আমরা 'আল্লাহর পথে' কথাটিকে সব সৎকর্মের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য করি, তাহলে আয়াতে 'الْفَتْحِ' (কেবলমাত্র) শব্দটি দিয়ে যে সীমাবদ্ধতা আনা হয়েছে, তার উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ তখন মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা মেরামত ইত্যাদি সব কাজই যাকাতের টাকায় করবে এবং ফকির-মিসকিনরা বঞ্চিত হবে। তাই এখানে উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র জিহাদ।"

- যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়: শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহ.) আরও স্পষ্ট করেন যে, এই খাত থেকে শুধু মুজাহিদকে তার ব্যক্তিগত খরচই দেওয়া হবে না, বরং যাকাতের অর্থ দিয়ে যুদ্ধের অস্ত্র ও সরঞ্জাম (অস্ত্র-সজ্জা) কেনাও সঠিক ও বৈধ।

- বিশুদ্ধ জিহাদের মানদণ্ড: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বীরত্ব দেখানো, গোত্রীয় অহংকার বা মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য যারা যুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে কেবল এই উদ্দেশ্যে যাতে আল্লাহর বাণী সর্বোচ্চ হয় শুধু সেই-ই আল্লাহর পথে (ফী সাবীলিল্লাহ) রয়েছে।" [সহীহ বুখারী: ২৮১০]

যাকাত ও সাদাকাহর পরিচয়

যাকাত ও সাদাকাহ: আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয়

যাকাতের সংজ্ঞা:

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: বরকত, পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি। এটি ইসলামের পাঁচটি পিলারের অন্যতম একটি। শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো "নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, সুনির্দিষ্ট সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন- ২.৫%), যা শরীয়ত নির্ধারিত আট শ্রেণির অভাবগ্রস্ত ও নির্দিষ্ট খাতের মানুষদের জন্য প্রদান করা ফরজ।"

যাকাত কেবল একটি আর্থিক দান নয়, বরং এটি একটি সুনির্দিষ্ট ইবাদত। এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্যতা দূর হয়।

সাধারণ সাদাকাহর সংজ্ঞা:

সাদাকাহ শব্দটি আরবি 'সিদক' (صدق) বা সত্যতা থেকে এসেছে। কারণ, সাদাকাহ হলো একজন মুমিনের অন্তরের ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সত্যতার বাস্তব প্রমাণ। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের সম্পদ থেকে স্বেচ্ছায় যা কিছু ব্যয় করা হয়, তাকেই সাদাকাহ বলে।

যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে মূল পার্থক্য:

- **ফরজিয়াত:** যাকাত নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে আদায় করা ফরজ; কিন্তু সাধারণ সাদাকাহ হলো নফল বা ঐচ্ছিক ইবাদত।
- **নিসাব ও সময়:** যাকাতের জন্য নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) এবং হাওল (এক চান্দ্রবছর অতিবাহিত হওয়া) শর্ত; কিন্তু সাদাকাহর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সময়ের শর্ত নেই।

- **প্রাপক:** যাকাত কেবল কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট ৮টি খাতেই দেওয়া যায়; কিন্তু সাদাকাহ আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন বা যেকোনো কল্যাণমূলক কাজে উন্মুক্তভাবে দেওয়া যায়।

সাদাকাহর ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন; এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন..." [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩]

যাকাত ফরজ হওয়ার মৌলিক শর্তাবলি

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের মাঝে এবং তার সম্পদের মাঝে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা
করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে প্রতিদান
রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা আল-
বাকারাহ: ২৭৭]

ফিকহুল ইসলামীর আলোকে যাকাত ফরজ হওয়ার প্রধান শর্তগুলো হলো:

১. মুসলিম ও স্বাধীন হওয়া: যাকাত কেবল স্বাধীন মুসলিমের ওপর ফরজ। অমুসলিমের ওপর এটি ফরজ নয় এবং দাসের নিজস্ব মালিকানা না থাকায় তার ওপরও যাকাত বর্তায় না।
২. সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা: সম্পদের ওপর ব্যক্তির নিরঙ্কুশ ও পূর্ণ মালিকানা (الملك التام) থাকতে হবে।
৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা: শরীয়ত নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ (নিসাব) সম্পদের মালিক হতে হবে। নিসাবের পরিমাণ সম্পদের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়।
৪. হাওল বা এক হিজরি বছর অতিক্রম করা: সম্পদের ওপর পূর্ণ এক চান্দ্রবছর (হিজরি সাল) অতিবাহিত হতে হবে।

ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জন করল, তার ওপর বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না।" [সুনান ইবনু মাজাহ: ১৭৯২, হাদিসটি সহীহ]

(বি.দ্র: তবে কৃষিজাত ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই; বরং ফসল কাটার দিনই এর যাকাত দিতে হয়।)

৫. মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবনের অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

৬. ঋণমুক্ত থাকা: যদি কারো ওপর এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করলে তার সম্পদ নিসাবের নিচে নেমে যায়, তবে তাকে আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ বাদে অবশিষ্ট সম্পদ নিসাবের সমপরিমাণ হলে তবেই যাকাত আসবে।

৭. বর্ধনশীল সম্পদ (নামা): সম্পদটি এমন হতে হবে যা বৃদ্ধি পায় বা বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্য (যেমন- নগদ অর্থ, ব্যবসার পণ্য, গবাদিপশু বা কৃষিজাত ফসল)।

যেসব সম্পদে যাকাত দেওয়া ফরজ এবং তাদের নিসাব

যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল ভিত্তি হলো নবী (ﷺ)-এর একটি বিখ্যাত হাদিস। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: "পাঁচ ওয়াসাক-এর কম পরিমাণ ফসলে যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ (রৌপ্য) যাকাত নেই।" [সহীহ বুখারী: ১৪০৫, সহীহ মুসলিম: ২১৩৫]

১. স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ অর্থ:

যেকোনো ধরনের সঞ্চি়ত অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স, কাগজের নোট বা ধাতব মুদ্রা এর অন্তর্ভুক্ত।

- **নিসাব:** বিশুদ্ধ স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম অথবা রূপা ৫৯৫ গ্রাম-এর সমমূল্যের নগদ অর্থ। বছর পূর্ণ হওয়ার দিন বাজারে স্বর্ণ বা রূপার যে বিক্রয়মূল্য থাকবে, সে অনুযায়ী নিসাবের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।
- **যাকাতের হার:** মোট সম্পদের ২.৫% (শতকরা আড়াই টাকা)।
- **হিসাবের সহজ পদ্ধতি:** মোট যাকাতযোগ্য সম্পদকে ৪০ দিয়ে ভাগ করলে যা বের হবে, সেটাই আপনার যাকাত। (যেমন: যদি নিসাব পূর্ণ হওয়া সম্পদের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা হয়, তবে $১,০০,০০০ \div ৪০ = ২,৫০০$ টাকা)।
- **মহিলাদের গহনার যাকাত:** নারীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের স্বর্ণ বা রূপার গহনার যাকাত দেওয়া নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ থাকলেও শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায, শাইখ আলবানীসহ

শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের মতে- বিশুদ্ধ দলিল অনুযায়ী, ব্যবহার্য গহনাও যদি ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রূপার নিসাবে পৌঁছায়, তবে তার ওপর প্রতি বছর ২.৫% যাকাত দেওয়া ফরজ। এটিই অধিক সতর্কতামূলক মত।

২. ব্যবসায়ের পণ্য (عروض التجارة):

লাভের আশায় বিক্রয়ের জন্য রাখা সব ধরনের পণ্যই ব্যবসায়িক পণ্য। বছর শেষে দোকানে বা গোডাউনে থাকা মজুত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে, তা নিসাবে পৌঁছালে ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

৩. উৎপন্ন ফসল ও ফলমূল (زكاة الزروع والثمار):

জমি থেকে উৎপন্ন শস্য (যেমন- ধান, গম) এবং ফলের (যেমন- খেজুর, কিসমিস) ওপর যাকাত ফরজ।

- নিসাব: ৫ ওয়াসাক (যা বর্তমান হিসেবে প্রায় ৬৫৩ কিলোগ্রাম বা ১৬-১৭ মণের সমতুল্য)।
- যাকাতের হার: যদি বৃষ্টির পানি বা প্রাকৃতিকভাবে সেচ হয়, তবে উৎপাদিত ফসলের ১০% (উশর) দিতে হবে। আর যদি নিজ খরচে বা সেচযন্ত্রের সাহায্যে পানি দিতে হয়, তবে ৫% (অর্ধ-উশর) যাকাত দিতে হবে।

৪. গবাদিপশুর যাকাত (زكاة بهيمة الأنعام):

উট, গরু ও ছাগল/ভেড়ার ওপর যাকাত ফরজ। তবে শর্ত হলো এগুলোকে বছরের অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত চারণভূমিতে চরিয়ে খাওয়াতে হবে (যাকে 'সায়িমা' বলা হয়) এবং এগুলো কৃষিকাজ বা ভারবহনের মতো কাজে

নিয়োজিত থাকা যাবে না। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা নিসাব হাদিসে নির্ধারিত রয়েছে (যেমন- ৫টি উট, ৩০টি গরু, ৪০টি ছাগল)।

৫. খনিজ সম্পদ ও রিকাজ (গুপ্তধন):

জমিন থেকে উত্তোলিত মূল্যবান খনিজ সম্পদ এবং প্রাচীন যুগের কোনো গুপ্তধন পাওয়া গেলে তার ওপর যাকাত (বা খুমুস) আদায় করা ফরজ।

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب اليك